সংবাদ

তারিখ ... 8 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ...২..৪ কলাম ... ৪ ......

১০ জুন স্কুল-কলেজে সমুদ্র বিজয় নিয়ে ক্লাস

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী ১০ জুন রোববার সারাদেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করেছে।

এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় থেকে 'বাংলাদেশের সমুদ্র জয়' বিষয়ক একটি সহজবোধ্য ক্লাস নোট তৈরি করা হয়েছে এবং তা পৌঁছে দেয়া হয়েছে দেশের সব সরকারি-বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-কলেজ এবং দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার প্রধানদের কাছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর সব স্কুল-কলেজে পৌঁছানোর জন্য গত ২৪ মে সকল জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে তৈরি ক্লাসনোটসহ নির্দেশনা পাঠিয়েছে। ১০ জুন সব স্কুল-কলেজে শ্রেণী কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ক্লাসনোটটি সব ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করানো হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ওইদিন ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজে উল্লিখিত ক্লাস চলাকালীন উপস্থিত থাকবেন। শিক্ষাসচিব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এ সময় উপস্থিত থাকবেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ-ভারত-মায়ানমারের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। তিন দেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে মতানৈক্য স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে। বঙ্গোপসাগরের জলসীমা নির্ধারণ ও সমুদ্র সম্পদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর মায়ানমারের বিপক্ষে জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর ল' অফ দ্য সি-ইটলস) এবং ভারতের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডের হেগে অবস্থিত সালিশ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গত ১৪ মার্চ বাংলাদেশ-মায়ানমার মামলায় ইটলস বাংলাদেশের যৌক্তিক ন্যায্যতাভিত্তিক দাবির পক্ষে ঐতিহাসিক রায় দেয়। এ রায়ে বাংলাদেশ পেয়েছে এক লাখ ১১ হাজার বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি জলসীমা। এখন এ জলসীমার একচ্ছত্র মালিক বাংলাদেশের জনগণ। ইটলসের রায়ে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমার প্রাণিজ ও খনিজ সব সম্পদের ওপর দেশের সার্বভৌম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিজ মাতৃভূমির চৌহদ্দি, তার সম্পদ, তার সবলতা-দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা প্রত্যেকটি জনগণের একটি মৌলিক দায়িত্ব। সদ্য সমুদ্র বিজয়ে বাংলাদেশের সীমানা যেমন বেড়েছে, বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলসীমার মাছ, তেল, গ্যাস, খনিজসম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের স্থলভাগে ২৫০ প্রজাতির মাছ পেলেও সমুদ্রে আছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ। প্রবাল, শামুক, ঝিনুক, শেওলার অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। তাছাড়া কপার, ম্যাগনেসিয়াম, নিকেল ও কোবাল্টের মতো দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান খনিজ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রচুর। এসব বিষয় ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করাই এ ক্লাসের উদ্দেশ্য বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।